সুলতানপুর মেথরপল্লীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ

ফেনীর সুলতানপুর গ্রামের মেথরপল্লীর শিশুরা নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বাস্থ্য সম্পর্কে মা-বাবার সচেতনতার অভাব, আর্থিক দুরবস্থা, বাল্যবিবাহ, অপর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা, অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থা, পানীয় জলের অপর্যাপ্ততা, অস্বাস্থ্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা, কুসংস্কার, সরকারি-বেসরকারী সংস্থার পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য-সুবিধার ব্যবস্থা না থাকা এসবই এর মুল কারণ। প্রায় শতাধিক শিশু এখানকার ঝুঁকিপুর্ণ পরিবেশে বেড়ে উঠছে।

মেথর পল্লীটিতে প্রায় ৩০০ লোক বাস করে। এখানকার পরিবেশ খুবই অস্বাস্থ্যকর এবং সবাই যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলছে। এখানকার ৩০টি পরিবারের জন্য মাত্র ৬টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন থাকলেও তার মধ্যে ২টি অনেক দিন যাবৎ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে আছে। বাকি যে ৪টি ব্যবহার করা যায় তা থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হয় যা, চারপাশের পরিবেশ এবং মানুষের স্বাস্থের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এর মধ্যে বেশি ক্ষতিগ্রস্ হ"ছে এখানকার শিশুরা।

পানি নিষ্কাশনের জন্য যে ড্রেনেজ ব্যবস্থা আছে তার অবস্থা আরো কর"ণ। ড্রেনের দুর্গন্ধ যেকোন সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করে দিতে পারবে অনায়াসে। এখানকার বাসিন্দা শাফিয়া খাতুনকে (৩৫) বলেন, আমরা অন্যের আবর্জনা পরিষ্কার করি, আর যখন সময় পাই তখন আমরাই এসব পরিষ্কার করি। ড্রেনগুলো কাঁচা হওয়ার কারণে ঠিকভাবে পানি ও ময়লা যেতে পারে না। যার কারণে পরিষ্কার করার দু'একদিনের মধ্যেই আবার ময়লা-আবর্জনায় ভর্তি হয়ে যায়। নাজিয়া বেগম (৪০) জানান, কিছুদিন আগে পৌরসভার পক্ষ থেকে ড্রেন নির্মাণ শুর" করেছিল, কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তা আবার বন্ধ হয়ে যায়। এখানকার ৩০টি পরিবারের জন্য একটি ডিপ টিউবওয়েল এবং ৪টি ব্যক্তিগত টিউবওয়েলসহ ৯টি টিউবওয়েল রয়েছে। এখানকার সকল শিশুকেই সবগুলো টিকা দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে এখানকার শিশুরা নানা প্রকার রোগব্যাধিতে আক্রান্। শিশুদের এসব রোগের মধ্যে আছে ডায়রিয়া, আমাশয়, খোস-পাঁচরা, কাশি, জন্ডিস, কৃমি, জ্বরসহ পানিবাহিত রোগ। এসব রোগবালাই প্রায় সারা বছরই লেগে থাকে। মুলত আর্থিক অনটন, অভিভাবকদের অসচেতনতা এবং নানাবিধ কুসংস্কারের কারণে এই সব অসুস্থ শিশু পর্যাপ্ত চিকিৎসা পায় না।

এখানকার একমাত্র বেসরকারি সংস্থা স্বনির্ভরের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট শেফালী বেগম বলেন, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী, খাবার স্যালাইনসহ প্রয়োজনীয় সব ঔষুধপত্র সরবরাহ করা হয়। এসবের সুবিধাভোগীরা জানান, শুধু পরিবার পকিল্পনা সামগ্রী এবং বা"চাদের টিকা দেওয়া ছাড়া আর কোনো রকম সেবা তারা পান না। পার"ল (২৫) জানান, শুধুমাত্র পরিবার-পরিকল্পনার ইঞ্জেকশন দিয়ে সে ২০-৩০ টাকা পর্যন্ নিয়ে থাকে।

রূপতারা বেগম (৫৫) জানান, শিশুদের সাধারণ রোগ, যেমন-সর্দি, জ্বর, খোস পাঁচড়ার মতো অসুখগুলো হলে গ্রাম্য ডাক্তার নিকুঞ্জ পাল, অর"ণ ও বাশার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। কারণ তাদেরকে বেশি টাকা দিতে হয় না। তাদেরকে ৩০-৫০ টাকা দিলে হয়। বড় কোনো রোগ হলেও মা-বাবারা তাদের সন্ানদের বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে পারে না।

বাহার মিয়াকে (৮) দেখে মনেই হয় না সে অসুস্থ। কারণ তাকে দেখে সুস্থই মনে হয় এবং তার স্বাস্থ্য ভালো। কিন্তু জন্মের কয়েক মাস পর থেকেই বাহার অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং এই অসুস্থ ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। গ্রাম্য ডাক্তারের চিকিৎসায় এসব সমস্যা ভালো না হলে বাহারের মা-বাবা ঝাড়-ফুঁক ও অনেক কবিরাজকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছেন। কিন্তু এতে করে বাহারের কোনো উন্নতি তো হয়নিই বরং দিনে দিনে তার অবস্থা আরো খারাপের দিকে যা"ছে। বাহারের মা-বাবা কিছুদিন আগে অনেক কষ্ট করে কিছু টাকা জমিয়ে তাকে ফেনী সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে কিছুদিন থাকার পরও বাহারের কোনো উন্নতি হ"ছে না।

এছাড়া যেসব মা-বাবারা কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন, তারা ঝাড়-ফুক, তাবিজ কবজ দিয়ে তাদের বা"চাদের চিকিৎসা করান। শিশুদের কোনো রোগ হলে তারা মনে করেন, তাদের বা"চাদের গায়ে আলগা বাতাস লেগেছে বা কিছু আছর করেছে। এবং তারা বিশ্বাস করেন, এসব আলগা বাতাস বা আছর ঝাড়-ফুঁক এবং তাবিজ না দিলে সারানো যাবে না। এসব কুসংস্কার, আর্থিক দুরবস্থা, স্বাস্থ্যসেবার অভাবে বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি নিয়ে অসুস্থ হয়ে বেড়ে উঠছে আমাদের ভবিষ্যৎ

নাগরিকরা।

মেথরপল্লীর মা-বাবাদের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণার অভাব এবং কুসংস্কারের কারণে গর্ভবতী মায়েরা মাতৃকালীন সময়ে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা পায় না। গর্ভবতী মায়েরা তাদের গর্ভকালীন সময়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডাক্তারের শরণাপন্ন না হয়ে হাতুড়ে ডাক্তার ও ঝাড়-ফুঁকের ওপর নির্ভর করে। সন্তান জন্মের সময় তারা হাসপাতালের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর সহযোগিতা না নিয়ে স্থানীয় ধাত্রীদের সাহায্য নেন। যার ফলে সন্তান ও মা উভয়েরই মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। স্থানীয় ধাত্রীরা জন্মের পরই সন্তান, সন্তানের মা এবং ধাত্রী সবাই একসাথে গোসল করে, যা নবজাতক শিশুর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ কারণে শিশুরা নিউমোনিয়ার মতো কঠিন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

মেথরপল্লীর সন্তোষ হরিজনের স্ত্রী মচু হরিজন (৪৫) জানান, তার স্বামী পৌরসভার পনের'শ টাকার বেতনে চাকরি করেন। তাদের তিনটি কণ্যাসন্তান। তার মধ্যে প্রথম সন্তান পুর্ণিমা হরিজনের (১০) জন্মের সময় তাকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে পুর্ণিমার জন্মের পর সেখানে বার'শ টাকা দিতে হয়েছিল। তাই পরে কষ্ট হলেও রিজু হরিজন (৮) এবং তৃষ্ণা হরিজনের (৫) জন্মের সময় স্থানীয় ধাত্রী নুরজাহান (৫০)-কে নিয়ে আসেন। নবজাতক শিশুকে গোসল করানো প্রসঙ্গে নুরজাহান বলেন, সন্তান জন্মের পরপরই শিশু, শিশুর মা, এবং ধাত্রী তিনজনকেই গোসল করে পবিত্র হতে হয়। এটাই চিরাচরিত নিয়ম। এই নিয়ম শিশুর স্বাস্থের জন্য ঝুঁকিপুর্ণ কি না তিনি জানেন না।

শিশুর পরিপুর্ণ বিকাশের জন্য শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি প্রয়োজন মানসিক সুস্থতারও। সুলতানপুরের মেথরপল্লীর শিশুরা বিনোদন বা পরিপুর্ণ মানসিক বিকাশের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। শিশু এনায়েত (১০) জানায়, এখানে খেলাধুলার জন্য কোনো খালি জায়গা নেই । একটি পরিবারেও টেলিভিশন নেই, সুস্থ ধারার কোনো বিনোদনব্যবস্থা না থাকায় কোমলমতি শিশুরা মাদক সেবন, জুয়াসহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়া মাদক তৈরি, সেবন ও বিপন কাজেও শিশুদের ব্যবহার করা হয়। ফলে তাদের চরিত্রে নৈতিক অধ:পতন শিশুকাল থেকেই শুর" হয়।

অভিভাবকদের পরিষ্কার পরি"ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা, বাল্যবিবাহ রোধ, স্যানিটেশন ও পানীয় জলের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা, সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে শিশু ও অভিভাবকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা এবং সুষ্ঠু চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা গেলে এখানকার শিশুরা এ সকল সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

সুপারিশমালা

১. শিশুদের সুস্থতার জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে অভিভাবক ও শিশুদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
২. পর্যাপ্ত পরিমাণ স্যানেটারি ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করা।
৩. পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৪. ময়লা-আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্ট সাইট নির্মাণ করা
৫. অভিভাবকদের পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।
৬. পৌরসভার ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা
৭. বিনামুল্যে বা কমমুল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ কর।

রিপোর্টটি তৈরি করেছেন : ছালেহ আহম্মদ চৌধুরী সুজন, নার্গিস সুলতানা, আবু ইউসুফ মিন্টু ও জাহির'ল ইসলাম বিজয়

Source: http://www.mass-line.org/pressfreedom/